দৈনিক বাংলা

তারিখ ২০/২/৮৭ ... ... কলাম ... ...

৩৫৬

083

প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মসূচী

(স্টাফ রিপোর্টার)

দাবী আদায়ের সমর্থনে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আগামী ১০ই মার্চ সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল আহ্বান করেছে। আওয়ামী লীগ (মালেক), জাসদ, জামাতে ইসলাম, কম্যুনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মোঃ), ডেমোক্রেটিক লীগ, ইউপিপি, জনতা পার্টি, সমাজবাদী দল বাসদ, গপাসহ বিভিন্ন ডান-বাম-মধ্যপন্থী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে

(১ম পৃঃ পর)

যুক্ত বৈঠক করে এ হরতালের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গত সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান এ্যানেক্স ভবনের বটমূলে থেকে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ শিক্ষকদের আন্দোলনে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

শহীদ মিনারের চারদিকে পুলিশ প্রহরা থাকায় সভা বটমূলেই অনুষ্ঠিত হয়। গত সন্ধ্যায় প্রাথমিক শিক্ষকরা মিনার সংলগ্ন স্যাডেজ রোডে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন সকালে ঘোষিত কর্মসূচী মোতাবেক।

সভাপতি অধ্যাপক আজাদ বলেন যে দুপুরে তাঁর বাসভবনে তাঁরই সভাপতিত্বে উপরোক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ বৈঠকে 'একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত' দেন। বৈঠকে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন— আওয়ামী লীগের (মাঃ) সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক, জাসদের সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব, ইউপিপির চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল হায়দার, জামাতে ইসলামের যুগ্ম-সম্পাদক মওলানা ইউসুফ আলী; কমিউনিস্ট পার্টির জনাব মনজুরুল আহসান, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির জনাব রাশেদ খান মেনন ও জনাব হায়দার আকবর খান রণো, আওয়ামী লীগ (মিজান)-এর যুগ্ম-সম্পাদক নূরে আলম সিদ্দিকী, ডেমোক্রেটিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আল মুজাহিদী ন্যাপ (হা-প)-এর সাধারণ সম্পাদক পংকজ ভট্টাচার্য, সমাজবাদী দলের শ্রী নির্মল সেন, গণতান্ত্রিক পার্টির জনাব সিরাজুল হোসেন খান, ভাসানী ন্যাপ (নাসের)-এর জনাব আবদুস সোবহান, লেবার পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল মতিন, বাসদের আহ্বায়ক আবদুল্লাহ সরকার প্রমুখ।

সরকারী কর্মচারী হিসেবে মর্যাদা অব্যাহত রাখার দাবীতে প্রাথমিক শিক্ষকদের তিনদিনব্যাপী বিক্ষোভের দ্বিতীয় দিবস ছিলো গতকাল। সকাল সোয়া ছয়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে শিক্ষকরা জমায়েত হতে থাকেন। সোয়া সাতটার দিকে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আযাদ পূর্বদিনের মত 'সভাপতি' লেখা সাদা নিশান হাতে নিয়ে কলাভবন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন। তাকে অনুসরণ করেন সবুজ কাপড়ে 'সাধারণ সম্পাদক' লেখা নিশান নিয়ে কাজী আ ক ফজলুল হক। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক একটি রিকশায় চড়ে একটি মিছিল নিয়ে বায়তুল মোকাররমে আসেন। সভার শুরুতে শিক্ষকদেরকে 'বিভ্রান্ত' না হতে বারবার আহ্বান জানান হয় এবং তিনদিনের কর্মসূচী শেষ না করার আগে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে না যেতে সভাপতি 'নির্দেশ' দেন। জুমার আজান পর্যন্ত চলা সভায় উপরোক্ত নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের (মালেক) সভাপতি মন্ডলীর অন্যতম সদস্য সৈয়দা জোহরা তাজুদ্দিন, মোজাফফর ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান, জাগপার আহ্বায়ক শফিউল আলম প্রধান, এনডিপির সভাপতি মেজর (অব) আলহাজ আফসারউদ্দিন এবং শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘটকালে ওয়াসা খাবার পানি সরবরাহ না করায় একদিনের জন্যে অনশন ধর্মঘট পালনকারী গণতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের আহ্বায়ক নূরুল হক চৌধুরী মেহদী। বক্তারা বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করার জন্যে আহ্বান জানান।

সভায় এক পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আহ্বায়ক মোঃ মহিউদ্দিন নেহাল বক্তব্য পেশ করার জন্যে আবেদন জানালে সভাপতি অধ্যাপক আযাদ তার আবেদনপত্রটি রেগে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেন এবং বলেন যে তাঁর সংগঠন ছাড়া বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের আর কোনো সংগঠন নেই।

জনাব নেহাল এক বিবৃতিতে সমিতির সভাপতির আচরণ ও উক্তির নিন্দা করেন এবং তার 'অগণতান্ত্রিক ও একনায়কত্বসুলভ' মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন।

তিন নেতার বিবৃতি

এছাড়া সমিতির ৩ জন নেতা জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, জনাব রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোফাজ্জল হোসেন এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে অধ্যাপক আযাদ শিক্ষকদের আন্দোলনের নামে রাজপথে এনে হঠকারিতায় লিপ্ত হয়েছেন। জনাব আযাদ শিক্ষকদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন বলেও তারা অভিযোগ করেন। তারা বলেন যে জনাব আযাদ নিজে প্রাথমিক শিক্ষক নন, তিনি তার ইচ্ছেমতো শিক্ষকদেরকে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিয়ে বিভ্রান্ত করছেন। দু'মাস যাবত বেতন না পেয়ে সংগ্রামরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে তারা বলেন যে পরিবার-পরিজন নিয়ে অসহনীয় কষ্টে দিনাতিপাত এই হঠকারী অশিক্ষক নেতা ব্যর্থ করে দেবেন।

গতকালের কর্মসূচীতে রাস্তায় অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচী ছিল না। সমিতির নেতৃবৃন্দকে না পেয়ে সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে জমায়েত হওয়া এবং দূর-দূরান্ত গ্রাম থেকে আসা শিক্ষকদের মধ্যে ভয়-আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ জানান যে হাইকোর্টের মোড়ে শিক্ষকদের ওপর হামলা হয়েছে। শিক্ষকরা অধ্যাপক আযাদকে খুঁজতে থাকেন। এমতাবস্থায় পৌনে সাতটার দিকে ডাকসুর সহ-সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বিভ্রান্ত শিক্ষকদেরকে উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা দিয়ে সংগঠিত করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে শিক্ষকরা শহীদ মিনার সংলগ্ন সড়ক স্যাডেজ রোডে জমায়েত হন। অধ্যাপক আযাদ এরপর সড়ক সংলগ্ন বিজ্ঞান এ্যানেক্স ভবনের বটমূল থেকে শিক্ষকদের দাবী আদায়ের সংগ্রামের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেন।